



106630 - একই পশু দিয়ে কোরবানী ও আকিকা দায়ের বধিান

প্রশ্ন

একই পশু কোরবানী ও আকিকার নিয়তে জবাই করা কি জায়যে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

যদি কোরবানী ও আকিকা একত্রে পড়ে এবং কোন ব্যক্তি যদি ঈদরে দিনি তার সন্তানরে আকিকা দিতে চান বা তাশরকিরে দিনিগুলোতে আকিকা দিতে চান তাহলে কোরবানীর পশু কি আকিকা হিসেবে যথেষ্ট হবে?

এ মাসয়ালায় আলমেগণরে দুইটি অভিমত রয়েছে:

প্রথম অভিমত: কোরবানীর পশু আকিকা হিসেবে জায়যে হবে না। এটি মালকী, শাফয়েি ও এক বর্ণনা মতে, ইমাম আহমাদরে অভিমত।

এ মতাবলম্বীদরে দললি হল: আকিকা ও কোরবানী উভয়টি সত্তাগতভাবে উদ্দষ্টি। এ কারণে একটি অপরটির পক্ষ থেকে জায়যে হবে না। তাছাড়া যহেতে প্রত্যেকেটির বিশিষ কারণ রয়েছে, য়ে কারণদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন। তাই একটি অপরটির স্থলাভিষিক্ত হবে না। যভেবে ফদিয়া-র দম (পশু) তামাত্তু-এর দম (পশু) এর স্থলাভিষিক্ত হয় না।

হাইতামি 'তুহফাতুল মুহতাজ শারহুল মনিহাজ' গ্রন্থে (৯/৩৭১) বলেন: "আমাদরে মাযহাবরে আলমেগণরে উক্তরি বাহ্যকি মরুম হল, যদি একটি ভেড়া দিয়ে কোরবানী ও আকিকার নিয়ত করা হয় তাহলে দুইটার কোনটা আদায় হবে না। এটি সুস্পষ্ট বিষয়। যহেতে এ দুটোর প্রত্যেকেটি উদ্দষ্টি সুননত।"[সমাপ্ত]

আল-হাত্তাব (রহঃ) 'মাওয়াহবিুল জাললি' গ্রন্থে (৩/২৫৯) বলেন: "কটে যদি তার কোরবানীর পশু কোরবানী হিসেবে ও আকিকা হিসেবে জবাই করে কথিবা ভোজ হিসেবে খাইয়ে দেয়ে: 'যাখরি' গ্রন্থে বলা হয়েছে: 'আল-কাবাস' গ্রন্থাকার বলেন: আমাদরে শাইখ আবু বকর আল-ফহিরি বলেন: যদি তার কোরবানীর পশুকে কোরবানী ও আকিকা হিসেবে জবাই করে তাহলে জায়যে হবে না। আর যদি ভোজ হিসেবে খাইয়ে দেয়ে তাহলে জায়যে হবে। এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য হল: প্রথম দুইটির ক্ষত্রে উদ্দশ্যে হচ্ছে রক্তপাত করা। তাই দুইটি পশুর রক্তপাতরে বদলে একটি পশুর রক্তপাত জায়যে হবে না। আর



ভোজের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হচ্ছে খাওয়ানো। এটি রক্তপাতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তাই দুটো নয়িত একত্রিত হওয়া সম্ভব।"[সমাপ্ত]

দ্বিতীয় অভিমত: কোরবানীর পশু আকিকা হিসেবেও যথেষ্ট হবে। এটি হানাফি মাযহাবের অভিমত এবং এক বর্ণনা মতে, এটি ইমাম আহমাদের অভিমত। তাছাড়া এটি হাসান বসরি, মুহাম্মদ বনি সরিনি ও কাতাদা প্রমুখের অভিমত।

এ মতাবলম্বীদের দললি হচ্ছে□

এ দুটো আমলের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হচ্ছে পশু জবাই করার মাধ্যমে আল্লাহর নকৈট্য হাছলি করা। তাই একটা অপরটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যমেনভাবে তাহয়িয়াতুল মাসজদি (মসজিদে প্রবেশের নামায) ফরয নামাযের মধ্যে ঢুকতে পারে।

ইবনে আবু শাইবা (রহঃ) "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (৫/৫৩৪) বলেন: হাসান থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন: কটে যদি ছিলে পক্ষ থেকে কোরবানী করে তাহলে সটো আকিকা হিসেবে যথেষ্ট হবে।

হশাম ও ইবনে সরিনি থেকে বর্ণিত আছে তারা উভয়ে বলেন: তার পক্ষ থেকে কোরবানী করলে সটো আকিকা হিসেবে যথেষ্ট হবে।

কাতাদা থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন: আকিকা হিসেবে জবাই করা না হলে সটো যথেষ্ট হবে না।

আল-বুহুতি (রহঃ) "শারহু মুনতাহাল ইরাদাত" গ্রন্থে (১/৬১৭) বলেন: "যদি আকিকার সময় ও কোরবানীর সময় একত্রে পড়ে; অর্থাৎ কোরবানীর দিনগুলিতে শিশু জন্মের সপ্তম দিন বা অনুরূপ কোন দিন পড়ে এবং তার আকিকা করা হয় তাহলে সটো কোরবানী হিসেবে যথেষ্ট হবে। কথিবা যদি কোরবানী করা হয় তাহলে সটো আকিকা হিসেবে যথেষ্ট হবে। যমেনভাবে যদি ঈদের দিন ও জুমার দিন একই দিনে পড়ে তখন একটার জন্ম গোসল করলে অপরটার গোসল হিসেবে যথেষ্ট হবে এবং যমেনভাবে তামাত্তু হজ্জকারী কথিবা ক্বরান হজ্জকারী যদি কোরবানীর দিন একটা ভেড়া জবাই করে সটো হজ্জের ফরয হাদি ও কোরবানী হিসেবে যথেষ্ট হবে।"[সমাপ্ত]

তিনি "কাশাফুল ক্বনি" গ্রন্থে (৩/৩০) আরও বলেন: "যদি আকিকা ও কোরবানী একই সময়ে পড়ে এবং একটা পশু জবাই করার মাধ্যমে উভয়টির তথা আকিকা ও কোরবানীর নয়িত করা হয় তাহলে উভয়টি আদায় হয়ে যাবে□ ইমাম আহমাদের সুস্পষ্ট উক্তির আলোকে।"[সমাপ্ত]

এ অভিমতটি শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিম (রহঃ)ও মনোনীত করছেন। তিনি বলেন: যদি কোরবানী ও আকিকা একত্রে পড়ে এবং পরিবারের কর্তার কোরবানী করার দৃঢ় সংকল্প থাকে এবং তিনি পশু জবাই করেন তাহলে এ পশু কোরবানীর পশু এবং এর মধ্যে আকিকাও ঢুকতে পড়বে।



এক্ষতেরে কিছু কিছু আলমেরে কথায় পাওয়া যায় যে, উভয় জবাই একই ব্যক্তির পক্ষ থেকে; অর্থাৎ করবানী ও আকিকা নবজাতকরে পক্ষ থেকে হতে হবে। আর কিছু কিছু আলমেরে মতে, তা শর্ত নয়। যদি পতি করবানী করনে তাহলে করবানী পতির পক্ষ থেকে, আর আকিকা ছলেরে পক্ষ থেকে।

সারকথা: যদি করবানীর পশুকে করবানী ও আকিকার নয়িতে জবাই করা হয় তাহলে সেটো জায়যে হবে।[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়াস শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিমি (৬/১৫৯)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।